[illegible]
তারিখ ... [illegible]
পৃষ্ঠা ... [illegible]

৯০ শতাংশ প্রতিবন্ধী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

এম মামুন হোসেন

দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ মানুষ শারীরিক, মানসিক এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। এসব প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে মূল ধারায় নিয়ে আসতে দেশে নিয়মনীতি থাকলেও নেই কোনো বাস্তবায়ন। এ কারণে এদের প্রায় ৯০ শতাংশই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

> দেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ-মানুষ শারীরিক, মানসিক এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী। এসব প্রতিবন্ধী শিশুকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে মূল ধারায় নিয়ে আসতে দেশে নিয়ম নীতি থাকলেও নেই কোনো বাস্তবায়ন.

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ৫টি সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হলো- ঢাকার মিরপুর, খুলনার গোয়ালখালী, চট্টগ্রামের মুরাদপুর, রাজশাহী এবং বরিশালের সাগরদী। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩৪০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। চট্টগ্রামের রউফাবাদে রয়েছে দেশের একমাত্র সরকারি মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেখানে মোট আসন সংখ্যা ১০০টি। সরকারি ৭টি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী স্কুল রয়েছে- ঢাকার মিরপুরে, খুলনার গোয়ালখালীতে, চট্টগ্রামের মুরাদপুরে, রাজশাহীতে, ফরিদপুরে, চাঁদপুরের বাবুরহাটে এবং সিলেটের শেখঘাটে। এখানে ৬২০ জন বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী লেখাপড়ার সুযোগ পায়। বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালনা করছে। এছাড়া কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেগুলোয় ভর্তি মানেই কাড়ি কাড়ি অর্থ খরচ। প্রতি মাসে কয়েক হাজার টাকা শুধু বেতন বাবদই অভিভাবকদের গুনতে হয়। এর বাইরে যাতায়াতসহ নামে-বেনামে খরচ তো আছেই। ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মধ্যবিত্ত ও গরিবদের

বঞ্চিত : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বঞ্চিত : প্রতিবন্ধী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

নাগালের বাইরে। প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে কাজ করা চাইল্ড সাইট ফাউন্ডেশনের (সিএসএফ) এক সমীক্ষায় দেখা যায়, এসব শিশুর একটি বড় অংশ দরিদ্র পরিবার থেকে আসা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, অভিভাবকদের অজ্ঞতা এবং নেতিবাচক সামাজিক মনোভাবের কারণে সিংহভাগ প্রতিবন্ধী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

জানা গেছে, প্রতিবন্ধী শিশুদের একীভূতকরণ এবং শিক্ষা প্রদানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সাধারণ স্কুল-কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ২ শতাংশ কোটা রাখা হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলে শিক্ষকদের জন্য প্রতিবন্ধী শিশুদের বিষয়ে বিশেষ চ্যাপ্টার সংযোজন করা হয়েছে, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর নির্মিত যেকোনো একাডেমিক ভবনে প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিক্ষার্থীদের চলাচলের জন্য র‍্যাম্পের সিস্টেম রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে ব্যবস্থা। কাগজে-কলমে এত ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই। এতকিছুর পরও খোদ রাজধানীর ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী নেই। কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বললে তারা জানান, স্কুলগুলোয় প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা দেয়ার জন্য উপকরণ কিংবা আলাদা কোনো পাঠ্যক্রম নেই। এছাড়া কোনো প্রতিবন্ধী শিশুকে ভর্তির জন্য অভিভাবকরা আবেদন করেন না।

প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা ও প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণে 'প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন-২০০১'-এ বলা হয়েছে, 'প্রতিবন্ধী' অর্থ এমন ব্যক্তি, যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত বা দুর্ঘটনায় আহত বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোনো কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এবং এভাবে বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম। সংজ্ঞায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, শারীরিক প্রতিবন্ধী, শ্রবণ প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী এবং বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী হিসেবে প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ওই আইনে এ ধরনের শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আইনে বলা আছে, বিশেষ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষায়িত প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উৎসাহদান, তাদের জন্য বিশেষ পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং ক্ষেত্রমতো বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতি চালুর ব্যবস্থা করা। অনধিক ১৮ বছর বয়সী প্রতিবন্ধীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টিসহ তাদের বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই শ্রেণিকক্ষে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রতিবন্ধীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কর্মসূচি গ্রহণ করা। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক বা অন্যান্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণ করা। প্রতিবন্ধীদের জীবনধারা এবং সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজ পরিচিতিবিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে যথাযথ প্রবন্ধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংযোজনের ব্যবস্থা করা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধীদের যাতায়াতের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা করা। আদম শুমারিতে প্রতিবন্ধী চিহ্নিতকরণ এবং তাদের একটি পৃথক তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা করা। তবে আশাহতের বিষয় হলো, আইনে এতকিছু থাকলেও কোনো বাস্তবায়ন নেই।

সিএসএফের নির্বাহী পরিচালক এবং ইউনিভার্সিটি অব সাউথ এশিয়ার উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মুহিত বলেন, দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ১০ ভাগ প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এর সিংহভাগ লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, অভিভাবকদের অজ্ঞতা এবং নেতিবাচক সামাজিক মনোভাব এর পেছনে কারণ বলে তিনি মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ যায়যায়দিনকে জানান, শিক্ষানীতিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সমাজে পরিবর্তন আনতে গেলে সময় নেয়া দরকার। মানুষের মধ্যে শিশুদের নিয়ে সঠিক ধারণার বিষয়টি অনুপস্থিত রয়েছে। যতটুকু আছে, তাও পর্যাপ্ত নয়। স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সরকার দেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের সংখ্যা নির্ণয়ে জরিপ চালাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অভিভাবক, সরকার ও সেবামূলক সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তিনি জানান, বিশেষ করে স্থানীয় সরকার অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ, ওয়ার্ড কাউন্সিল এবং পৌরসভায় এ বিষয়ে অবহিতকরণ কার্যক্রম চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে এলাকাভিত্তিক প্রতিবন্ধী শিশুদের তালিকা করে ওই এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সমানুপাতিক হারে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এ প্রসঙ্গে জানান, প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা কোনো অনুকম্পা নয়, অধিকার হিসেবে নিশ্চিত করা সরকারের দায়িত্ব। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতে আনতে আশপাশের সবাইকে কিছুটা দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।